শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ও তার উত্তরঃ
(যশোর জেলা)

প্রশ্ন. ফেক আইডি চেনার উপায় কী?

উত্তরঃ ফেসবুকে কারো আইডিটি ফেক কিনা, সেটা যেভাবে বুঝতে পারবেনঃ প্রোফাইল পিকচার: বর্তমানে কিছু কিছু ছবি আছে যা অনেক ফেক আইডিতেই প্রোফাইল পিকচার হিসেবে ব্যবহার করছে । এই ছবিগুলো দেখলেই চেনা যায়। এসব ছবি যদি ব্যবহার হয়, তাহলে বুঝবেন ঐ আইডি ফেক হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আইডিতে শুধুমাত্র একটি ছবিও ফেক আইডির লক্ষণ। এ ছাড়া ফেক আইডিতে আসল সাইজের ছবি থাকে না, থাকে ছোট সাইজের বা কেটে নেওয়া ছবি।

বন্ধু তালিকা বা ফ্রেন্ডলিস্ট: আইডির বন্ধু তালিকা যদি পাবলিক করা থাকে, তাহলে দেখে নিতে পারেন। এ ছাড়া বিভিন্ন উপায়ে গোপন করা বন্ধু তালিকাও দেখা যায়। মেয়েদের ক্ষেত্রে বন্ধু তালিকায় যদি ৩/৪ হাজার বন্ধু থাকে তাহলে সেই আইডি ফেক হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। ছেলেদের আইডির ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয়।

পোস্ট: আইডিতে যদি নোংরা বা খারাপ পোস্ট থাকে, তাহলে বুঝতে হবে সেটা জাল আইডি। কেননা কেউই তার নিজ ফেসবুক আইডিতে নোংরা পোস্ট দিয়ে নিজেকে সবার সামনে খারাপ বানাতে চায় না। এটা হলে বুঝবেন ওই আইডি ১০০ শতাংশ ফেক।

পেজ লাইক: আপনার সন্দেহের আইডিটি কী ধরনের পেজে লাইক দিয়েছে সেটা তার রিসেন্ট অ্যাকটিভিটিতেই প্রদর্শন করে, আর টাইমলাইনে তো বটেই। যদি ফেক আইডি হয়, ১০-১২ টা প্রাপ্ত বয়স্ক পেজ আপনার নজরে পড়তে পারে।

ইউজার নেম আর আইডি নেম একই কিনা দেখুন: ফেক আইডিধারীদের অনেকেই এই জায়গাটায় ভুল করে ফেলে। ফেসবুকে ইউজার নেমটি একবারে বেশি বদলানো যায় না। তাই এটা হতে পারে আপনার জন্য ফেক বা রিয়েল আইডি বোঝার অন্যতম উপায়। মিলিয়ে দেখুন ইউজার নেম এবং সেই আইডিটির নাম একই কিনা।

পেজ লাইক ইনভাইট: কেউ যদি মেয়ের আইডি থেকে বারবার তার ফেসবুক পেজগুলো লাইক দেওয়ার জন্য ইনভাইট পাঠায় তাহলে বুঝতে হবে ঐ আইডি ফেক। ঐ আইডিটি খুলেছে তার ফেসবুক পেজের লাইক বাড়ানোর জন্য।

প্রশ্ন: ভিন্ন ভিন্ন অ্যাক্যাউন্টে একই পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা উচিৎ হবে কিনা?

উত্তরঃ ভিন্ন ভিন্ন অ্যক্যাউন্টে একই পাসওয়ার্ড ব্যবহার করলে একটি অ্যক্যাউন্ট হ্যাক হলে অন্যান্য অ্যক্যাউন্ট হ্যাক হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন অ্যক্যাউন্টে ভি্ন্ন ভিন্ন পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা উত্তম।

প্রশ্ন: সাইবার আপরাধের শিকার হলে অনলাইনের মাধ্যমে সাহায্য পাওয়া যাবে কিনা?

উত্তরঃ সাইবার অপরাধের শিকার নারীরা যাতে সহজে এবং ভয়ভীতিহীনভাবে অভিযোগ জানাতে ও প্রতিকার চাইতে পারে, সে জন্য 'পুলিশ সাইবার সাপোর্ট ফর উইমেন' নামে একটি অফিসিয়ল ফেসবুক পেইজ চালু করা হয়েছে। সেখানেও অভিযোগ জানানো যাবে। সরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত জরুরী সেবা হটলাইন ৯৯৯ বা নারী নির্যাতন দমন বিষয়ক হটলাইন ১০৯ কল করে অভিযোগ জানানো যাবে। এছাড়া সিসিএ কার্যালয়ের অফিসিয়াল নাম্বারে যোগাযোগ করলে তাকে সব ধরনের সহায়তা করা হবে।

প্রশ্ন : যদি কারো ছবি ব্যবহার করে ফেক অ্যাকাউন্ট খুলে তাহলে করণীয় কী?

উত্তরঃ ফেসবুক আপনার নাম বা ছবি ব্যবহার করে কেউ ফেক আইডি খুলেলে আপনি ফেসবুক এ রিপোর্ট করার মাধ্যমে তা বন্ধ করতে পারেন। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে রিপোর্ট করবেন -

১) প্রথমে যেই আইডিতে রিপোর্ট করতে চান তার প্রোফাইলে যেতে হবে। এবার উপর থেকে more অপশনে ক্লিক করতে হবে।

২) এবার Find support or report profile ক্লিক করতে হবে।

৩) এখানে নিম্নোক্ত

অপশন গুলো পাওয়া যাবে -

ক) Pretending to be someone : যদি কেউ আপনার নামে ফেক আইডি খুলে তাহলে pretending to be someone ক্লিক করে নিচে থেকে me সিলেক্ট করতে হবে।

খ) Fake account : আপনার নাম ব্যবহার করে কোন আইডিকে যদি ভুয়া হিসেবে চিহ্নিত করতে পারেন তবে উক্ত আইডিতে Fake account অপশনে গিয়ে রিপোর্ট করতে পারবেন।

গ) Fake name: যদি কেউ আপনার নাম বা ছবি ব্যবহার করে আইডি তৈরি করে কিংবা কোন অশ্লীল নামে আইডি তৈরি করে আপনাকে ফ্রেন্ড রিকুয়েস্ট পাঠায় তখন তাকে Faake name অপশনে গিয়ে রিপোর্ট করতে পরবেন।

আইনগত প্রতিকারঃ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ২৪ ধারা অনুযায়ী পরিচয় প্রতারণা বা ছদ্মবেশ ধারাণ একটি আমলযোগ্য অপরাধ। সুতরাং ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা যাবে। যদি কোনো ব্যক্তি ২৪ ধারা এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৫(পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

--- উল্লিখিত অপরাধ দ্বিতীয়বার বা পুনঃপুন সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৭ (সাত) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

প্রশ্ন: ফেসবুক অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়েছে কিনা বুঝবো কিভাবে ?

উত্তরঃযদি মনে হয় যে আপনার ফেসবুক হ্যাক হয়েছে কিংবা ফেসবুক অ্যাকাউন্টের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চান তাহলে ফেসবুকের 'সেটিংস' সেকশনে যান। এরপর 'সিকিউরিটি ও লগইন' ট্যাবে ক্লিক করুন। এটা আপনাকে জানাবে কোথায় এবং কোন ডিভাইস থেকে আপনার ফেসবুকে প্রবেশ করা হয়েছে। যদি স্থান ও ডিভাইস আপনি শনাক্ত করতে না পারেন কিংবা আপনার সন্দেহ হয় তাহলে 'নট ইউ' বাটন ক্লিক করুন।

আপনার অ্যাকাউন্টে আপনি নিজে লেখেননি এমন কিছু পোস্ট করা হচ্ছে কিনা লক্ষ্য রাখুন। আপনার কাছে আসা এবং আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে অন্য কারও কাছে যাওয়া ফ্রেন্ড রিকুয়েস্টের বিষয়েও সতর্ক থাকুন। আপনার সম্মতি ছাড়া ব্যক্তিগত তথ্য ও পাসওয়ার্ড পরিবর্তন হয়ে যাওয়াটাও হ্যাকিংয়ের শিকার হওয়ার লক্ষণ।